গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সিভিল রেজিস্ট্রেশন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

বিষয়: সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটির সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ সামসুল আরেফিন, সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
সময় : ১৫ নভেম্বর ২০২২ সকাল ১০:০০ ঘটিকা।
স্থান : মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষ (কক্ষ নম্বর-১০০৫, সরকারি পরিবহন পুল ভবন)।

সভার উপস্থিতি: পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি জানান যে, বাংলাদেশ সিআরভিএস-এর সকল কার্যক্রম মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সমন্বয় করা হয় যেখানে বিভিন্ন দপ্তর সংস্থা কর্তৃক সিআরভিএস এর বিভিন্ন উপাদান বাস্তবায়ন করা হয়। সিআরভিএস এর কর্মকান্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন বিভাগ/দপ্তর/সংস্থাসমূহ আরো আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করবেন মর্মে সভাপতি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অতঃপর সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভা পরিচালনা করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) কে সভাপতি অনুরোধ করেন। অতিরিক্ত সচিব (সমন্বয়) গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিসহ আলোচ্যসূচি অনুসারে উপস্থাপনার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের, উপসচিব সিআরভিএস অধিশাখাকে অনুরোধ করেন।

০২। উপসচিব (সিআরভিএস) তার উপস্থাপনায় উল্লেখ করেন যে, গত ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী গত ১৭ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সদস্যগণ বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। গত সভার কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন এবং পরিমার্জন থাকলে তা জানানোর জন্য উপস্থিত সকল সদস্য কে অনুরোধ জানান। কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে উপস্থিত সদস্যগণ অভিমত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত: ২.১। সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটির ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে মর্মে উপস্থিত সদস্যগণ অভিমত প্রকাশ করায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। আলোচ্যসূচি-০২: সিআরভিএস সংক্রান্ত বাস্তবায়ন কমিটির গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন
১।	**সিদ্ধান্ত ৫.১ (ক):** স্টুডেন্ট তথ্য শুদ্ধভাবে অনলাইনে এন্ট্রি করার বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য ব্যানবেইস ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।	**৫:১।** শিক্ষার্থীর তথ্য অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের সার্ভারের সাথে verification করেই ব্যানবেইস এর ডাটাবেইজে সংরক্ষিত হচ্ছে। পিতা-মাতা/অভিভাবকের তথ্য, NID নম্বর ও জন্ম তারিখ online-এ নির্বাচন কমিশনের সার্ভার থেকে verification এর মাধ্যমে ব্যানবেইস এর ডাটাবেজে সংরক্ষিত হচ্ছে। ব্যানবেইস এর ডাটাবেইজে পিতা-মাতা/অভিভাবকের নাম NID কার্ড অনুযায়ী সংরক্ষিত হচ্ছে বলে ব্যানবেইস সভাকে অবহিত করে।

২।	**সিদ্ধান্ত ৫.১ (খ):** সিস্টেমসমূহে বিদ্যমান কারিগরি ত্রুটি রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় এবং এনআইডি উইং-এর সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুততম সময়ে সমাধান করার জন্য ব্যানবেইস ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।	**৫.১ (খ)।** সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হয়, শিক্ষার্থীর UID নম্বর প্রাপ্তি সংক্রান্ত জটিলতা, ব্যানবেইস, ORG, DPE এবং নির্বাচন কমিশনের Technical Person দের সমন্বয়ে সমাধান করা হয়েছে। বর্তমানে যে সমস্ত শিক্ষার্থীর UBRN-এ বাংলা ও ইংরেজি নাম রয়েছে তাদের UID সরবরাহ করা হচ্ছে। তবে শিক্ষার্থীর BRN এর বিপরীতে ORG ডেটাবেজ-এ ইংরেজি নাম নেই এমন শিক্ষার্থীর সংখ্য প্রায় ২২ শতাংশ। তাই ব্যানবেইস এর Database সংরক্ষিত শিক্ষার্থীর বাংলা ও ইংরেজি সঠিক নাম ORG Database গ্রহণ করে UID এর জন্য NID Database এ Request পাঠাতে পারে মর্মে সভায় জানানো হয়।
৩।	**সিদ্ধান্ত ৫.২:** আগামী এক মাসের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও বিধিমালা সংশোধনের প্রস্তাব চূড়ান্ত করে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করবে।	**৫.২।** রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় কর্তৃক বিধিমালা সংশোধন এর লক্ষ্যে এ বছরের ১০ জানুয়ারি, ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২৪ এপ্রিল, ৫ জুলাই, ২১ জুলাই, ২৪ জুলাই, ১১ আগস্ট তারিখে সভা আয়োজন করা হয়েছে। পরবর্তীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন-২০০৪ (সংশোধিত ২০১৩) পুনরায় সংশোধনের নির্দেশনা প্রাপ্তির পর আইন সংশোধনের কাজ শুরু করা হয়। ইহা চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। প্রস্তাবিত আইনের আলোকে নতুন করে বিধিমালা সংশোধনের কাজও চলমান আছে। গত ১৩-১১-২০২২ তারিখে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও বিধিমালা সংশোধনের সর্বশেষ সভা করা হয়েছে।
৪।	**সিদ্ধান্ত ৫.৩:** মাঠ পর্যায়ের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ড্যাশবোর্ডের সুষ্ঠু কার্যক্রমের উপর প্রণীত প্রস্তাব (TOR) পর্যালোচনা করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে অনুমোদন দেয়ার জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়কে অনুরোধ করা হয়।	**৫.৩।** এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ১০-১১-২০২২ তারিখের সভায় ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস, বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিদ্বয় ও আইটি কনসালট্যান্টের সাথে আলোচনাকালে যানা যায় যে, BDRIS সফটওয়্যারের ড্যাশ-বোর্ড উন্নয়ন ও রক্ষনাবেক্ষণ এবং এ কাজের যাবতীয় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস প্রদান করবে। বর্ণিত বিষয়ে ভাইটাল স্ট্র্যাটেজিস-এর পক্ষ থেকে ফিডব্যাক প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়।
৫।	**সিদ্ধান্ত ৫:৪: (ক):** BDRIS-এর নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় কে অনুরোধ করা হয়।	**৫:৪।** BDRIS এর নিরাপত্তা জোরদার করার জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়-ইতোমধ্যেই কিছু কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে BDRIS এর সকল সার্ভার, যন্ত্রপাতি, ডোমেইন, হার্ডওয়ার এবং BDRIS সফটওয়্যারের আইটি অডিটও Vulnerability Assessment and Penetration Testing (VAPT) কার্যক্রম সম্পন্নকরণের নিমিত্ত নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল আগারগাঁও-কে ০৩-১০-২০২২ তারিখে পত্র প্রেরণ করে অনুরোধ করা হয়েছে মর্মে সভায় অবহিত করা হয়।
৬।	**সিদ্ধান্ত ৫:৪: (খ):** BDRIS-এ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য প্রদানকৃত পাসওয়ার্ড অপব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়-কে অনুরোধ করা হয়।	**৫.৪ (খ)।** রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়-এর BDRIS এবং BDRIS এর অধীনে উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নিবন্ধক ও নিবন্ধন সহকারীদেরকে প্রদানকৃত পাসওয়ার্ড অপব্যবহার করছেন কিনা সে বিষয়ে যথাযথ মনিটরিং ও তদন্তপূর্বক পাসওয়ার্ড অপব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিতকরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করে গত ১০-১১-২০২২ তারিখে প্রত্যেক জেলাপ্রশাসক-কে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

৭।	**সিদ্ধান্ত: ৫.৫।** সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটির সভা এক মাস ব্যবধানে আয়োজনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিভিল রেজিস্ট্রেশন অধিশাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	**৫.৫।** সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন প্রতিবেদন বিভিন্ন দপ্তর থেকে যথাসময়ে পাওয়া যায় না বিধায় সিআরভিএস বাস্তবায়ন সভাটি এক মাস ব্যবধানে আয়োজন করা সম্ভব নয় বলে সিআভিএস উপসচিব সভায় অবগত করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি-০৩। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিআরভিএস সম্পর্কিত কার্যক্রমের অগ্রগতি সংক্রান্ত আলোচনা:

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও বিধিমালার সংশোধনের কার্যক্রম নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে আইন ও বিধিমালা সংশোধনের বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়েছে। আগামী মাসের স্টিয়ারিং কমিটির সভার আগেই সংশোধনী চূড়ান্তকরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়। সভায় আরো আলোচনা হয় যে, BDRIS সফটওয়্যারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যেন আইন ও বিধিমালা সংশোধনী করা হয়। অসৎ উদ্দেশ্যে BDRIS-এর অপব্যবহার এবং সংশ্লিষ্ট অথরাইজড ইউনিয়নের আইডি আনঅথরাইজড ব্যক্তির নিকট হস্তান্তরকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধানটি আইনে না থাকলে নতুন সংশোধিত আইনে সেটি নিয়ে আসতে হবে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়। জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন এবং বিধিমালা সংশোধনের সুপারিশসমূহ দ্রুত চূড়ান্ত করে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় থেকে স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুমোদনের নিমিত্ত প্রেরণের জন্য সভায় আলোচনা করা হয়।

নির্ভুল জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনকরণের নিমিত্ত সকল পর্যায়ের নিবন্ধন সহকারী এবং সব ক্যাটাগরীর নিবন্ধন অফিস সমূহকে অনলাইনে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে বলে ইউনিসেফ প্রতিনিধি সভায় মতামত ব্যক্ত করেন। তিনি আরো জানান যে, Training Manual চূড়ান্ত হলে তার মাধ্যমে বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ে Master Trainer Pole তৈরি করতে হবে। তারপর Intensive Training-এর কার্যক্রম শুরু করা হবে।

BDRIS সিস্টেমের নিরাপত্তা জোরদারকরণ প্রসঙ্গে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের প্রতিনিধি জানায় যে, যেহেতু BDRIS সিস্টেম ব্যবহারকারীকে লক করা সম্ভব নয় তাই ব্যবহারকারী BDRIS সিস্টেমে লগইন এর ক্ষেত্রে যে ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ ব্যবহার করবে পরবর্তীতে আবার লগইন করার সময় ঐ ল্যাপটপ বা ডেস্কটপ ব্যতীত অন্য ডিভাইস ব্যবহার ব্যবহার করতে পারবে না। সেজন্য ব্যবহারকারীর ডিজিটাল স্বাক্ষর ইস্যু সংক্রান্ত বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয় হতে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলকে অবগত করা হয়েছে।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে উপসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন জানান যে, BDRIS সিস্টেমের মাধ্যমে এখনো Duplication প্রতিরোধ করা যাচ্ছে না, সম্ভাব্য Duplicate চিহ্নিত করা সংক্রান্ত মেসেজ দেখালেও কার তথ্যের সাথে সম্ভাব্য Duplicate সেটি তথ্য input দেয়ার সময় দেখার কোন সুযোগ নেই। BDRIS সিস্টেমের কারিগরি ত্রুটি দূরীকরণের লক্ষ্যে ব্যানবেইস, ডিপিই এবং এনআইডির সিস্টেমগুলোকে বাধাগ্রস্থ না করে সিস্টেমটিকে আপডেট করার বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। সভায় আরো জানানো হয় যে, সুরক্ষা টিমের সহযোগিতায় BDRIS সিস্টেমের দুর্বলতা, জটিলতা দূরীকরণের বিষয়ে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর এর সাহায্য নেয়া যেত পারে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল টিম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের টেস্টিং প্রতিনিধি এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয়ের টেকনিক্যাল টিমের সমন্বয়ে ১২-১৫ দিনের মধ্যে সিস্টেমের ডুপ্লিকেশন রোধ করা সম্ভব মর্মে মহাপরিচালক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর সভাকে জানায়। সুরক্ষা টিমের সহযোগিতায় BDRIS সিস্টেমটিকে ত্রুটিমুক্তকরণ বিষয়ে সকল প্রয়োজনীয় সহযোগীতা করা হবে মর্মেও তিনি সভাকে জানান। BDRIS সিস্টেমটিকে ত্রুটিমুক্তকরণ

সংক্রান্ত সভায় মি: সাব্বির মাহবুব, আইটি কনসালট্যান্ট এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আইটি কনসালট্যান্ট আসিফ আতিককে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে এটুআই প্রোগ্রামের পলিসি এডভাইজার সভায় গুরুত্বারোপ করেন।

ইউনিক আইডি নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। ব্যানবেইস প্রতিনিধি জানান, এখন পর্যন্ত ৯৬ লক্ষ স্টুডেন্ট এর ডাটা সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪৫ লক্ষ ১৭ হাজার ৯০৯ টি শুদ্ধ ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। ১৮ বছর বা তার উর্দ্ধে বয়স হয়েছে এমন ডাটা আছে প্রায় ১৪ লক্ষ ১৭ হাজার ৫০০ জন স্টুডেন্ট এর। অনলাইন বার্থ রেজিস্ট্রেশন এর ক্ষেত্রে দেখা যায় বাংলা নাম আছে কিন্তু ইংরেজি নাম নেই আবার ইংরেজি নাম আছে কিন্তু বাংলা নাম নেই এমন গরমিল তথ্য আছে ২১ লক্ষ ৭১ হাজার ৬০০টি। এছাড়াও প্রায় ১০-১৫% ডাটা এখনো পেন্ডিং রয়েছে। তবে সার্টিফাইড তথ্য গুলোই শুধুমাত্র রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে পাঠানো হয় বলে সভায় অবহিত করা হয়। স্টুডেন্ট আইডি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যানবেইসের সিস্টেমে প্রাপ্ত ভুলের বিষয়ে স্টুডেন্টের নিকট থেকে পুনরায় সঠিক তথ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকেই ঠিক করতে হবে বলে সভায় আলোচনা করা হয়। তবে তথ্য সংশোধনের প্রক্রিয়াটি manually না করে সিস্টেমে করা গেলে অনেক সহজ হত বলে সভায় আলোচনা হয়।

ইউনিক আইডি প্রদানের ক্ষেত্রে বাবা-মায়ের এনআইডির তথ্য এনআইডি সিস্টেম থেকে synchronization এর মাধ্যমে BDRIS সিস্টেমে সংরক্ষণ করা এবং এনআইডি সিস্টেমে ইউনিক আইডি প্রদানকৃত ব্যক্তির জন্মের তথ্য একই ভাবে BDRIS সিস্টেম থেকে synchronization এর মাধ্যমে এনআইডি সিস্টেমে সংরক্ষণ করার বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয় এবং জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়।

কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটর ভাইটাল স্ট্রাটেজিস সভায় জানান যে, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিধিমালা ২০১৮ অনুযায়ী জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সনদ বাংলা ও ইংরেজি- উভয় ভাষায় প্রদান করা আবশ্যক। কিন্তু অনলাইনে নিবন্ধন কার্যক্রমের প্রথমিক পর্যায়ে অনবধানতাবশত এবং পর্যাপ্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে আবেদন ও সদন প্রদানে শুধু একটি ভাষা (প্রধানত বাংলা) ব্যবহার করা হয়েছে। বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসগুলিতেও শুধু ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এমন কি এখনো কোথাও কোথাও এই চর্চা অব্যাহত রয়েছে বলে সভাকে অবহিত করা হয়। বিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষার্থীর ইউনিক আইডি প্রাপ্তি, বিদেশগমন ইত্যাদি ক্ষেত্রে উভয় ভাষায় সনদের প্রয়োজন হয়। বিদ্যমান ব্যবস্থায় দ্বিতীয় ভাষায় সনদ প্রাপ্তির জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনসহ একটি জটিল সংশোধন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এতে কালক্ষেপণ হয়, নাগরিকের ভোগান্তি বাড়ে এবং নিবন্ধন কার্যালয় ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ উভয়ের সময়ের অপচয় হয়। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে এটি সংশোধন নয়, ভাষান্তর মাত্র, সেহেতু একটি প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে। বাংলা বা ইংরেজি- সে কোন একটি ভাষায় শুদ্ধ জন্ম/মৃত্যু নিবন্ধন থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে নিবন্ধন কার্যালয় তাৎক্ষণিকভাবে অপর ভাষায় সনদ ইস্যু করতে পারবে। এর জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের প্রয়োজন হবে না এবং এর জন্য কোন ফি গ্রহণ করা হবে না। রেজিস্ট্রার জেনারেল-এর কার্যালয় এই মর্মে একটি প্রশাসনিক আদেশ জারি করতে পারে। এইরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে আইন-বিধির কোন ব্যত্যয় হবে না, বরং জন-ভোগান্তি এবং নিবন্ধন কার্যালয় ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অপ্রয়োজনীয় কার্যভার লাঘব হবে। এতে তাদের পক্ষে মূল নিবন্ধনে অধিকতর মনোনিবেশ করা সম্ভব হবে এবং যথাসময়ে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রমে গতিশীলতা আসবে বলে সভায় অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

স্বাস্থ্যের সিস্টেমের সাথে BDRIS সিস্টেমের লিঙ্ক স্থাপন অর্থাৎ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের E-MIS এর সাথে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের DHIS2 সিস্টেমের সাথে BDRIS সিস্টেমের লিঙ্ক স্থাপনকে Health-CR Link বলা হচ্ছে। Health CR Link স্থাপনে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের E-MIS এর জন্য API টেস্টিং চূড়ান্ত হয়েছে। এখন শুধুমাত্র স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হলে লিঙ্ক স্থাপন কার্যক্রম চূড়ান্ত করা যায়। রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের টেকনিক্যাল পারসন জানান যে, স্বাস্থ্যের সাথে সমঝোতা

স্মারকটি স্বাক্ষর ছাড়া Health CR Link প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আর কোনো সমস্যা নেই। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে Health CR Link প্রতিষ্ঠা করবেন বলে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় সভাকে অবহিত করেন।

আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে উপসচিব, সিভিল রেজিস্ট্রেশন জানান যে, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ থেকে কোন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত না থাকায় উক্ত দুই দপ্তরের সিআরভিএস সংক্রান্ত বিষয়ে কোন আলোচনা আজকের সভায় করা সম্ভব হয়নি। তিনি আরো জানান যে, অত্র কমিটি কর্তৃক UNESCAP-এর লক্ষ্য এবং টার্গেটসমূহের অর্জন নিয়মিত মনিটরিং করার নিমিত্ত নির্ধারিত ছকে আগামী সভার পূর্বে প্রয়োজনীয় তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা প্রয়োজন। প্রতি দুইমাস অন্তর তা অত্র সভায় উপস্থাপন করার বিষয়ে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ গুরুত্বারোপ করেন। তাছাড়াও সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটির বেশির ভাগ সিদ্ধান্ত সমূহ একমাসের মধ্যে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়না বিধায় অত্র কমিটির সভাটি দুই মাসের ব্যবধানে আয়োজনের জন্য সভায় আলোচনা করা হয়।

০৫। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

সিদ্ধান্ত:৫.১। আগামী এক মাসের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন ও বিধিমালা সংশোধনের সুপারিশসমূহ চূড়ান্ত করে অনুমোদনের নিমিত্ত স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ৫.২। BDRIS সিস্টেম হতে স্থানীয় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধক এবং নিবন্ধক সহকারীদের অনুকূলে প্রদানকৃত আইডি ও পাসওয়ার্ড অপব্যবহারকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত:৫.৩। জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনকরণ সংক্রান্ত Training Manual দ্রুত চূড়ান্ত করে বিভাগীয়, জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে Master Trainer Pole তৈরিসহ সকল পর্যায়ের নিবন্ধন সহকারী এবং নিবন্ধন অফিসকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনার বিষয়ে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত:৫.৪। BDRIS সিস্টেমের নিরাপত্তা জোরদারকরণের অংশ হিসাবে এর ব্যবহারকারীর ডিভাইস লক করার নিমিত্ত ডিজিটাল স্বাক্ষর ইস্যু করার বিষয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় যৌথ ভাবে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত:৫.৫। BDRIS সিস্টেমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের Duplication প্রতিরোধ করাসহ এর কারিগরি ত্রুটি দূরীকরণের লক্ষ্যে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় কর্তৃক নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

ক) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তরের টেকনিক্যাল টিম, সুরক্ষা টিম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের টেস্টিং প্রতিনিধি, রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয়ের টেকনিক্যাল টিম, মি: সাব্বির মাহবুব, আইটি কনসালট্যান্ট এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আইটি কনসালট্যান্ট আসিফ আতিক এর সমন্বয়ে সভা আয়োজন।

খ) ব্যানবেইস, ডিপিই এবং এনআইডির সিস্টেমগুলোকে বাধাগ্রস্থ না করে BDRIS সিস্টেমটিকে আপডেট করবে।

সিদ্ধান্ত: ৫.৬। ইউনিক আইডি প্রদানের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার জেনারেল কার্যালয় এবং জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ কর্তৃক নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

ক) বাবা-মায়ের এনআইডির তথ্য এনআইডি সিস্টেম থেকে synchronization এর মাধ্যমে BDRIS সিস্টেমে সংরক্ষণ করবে।

খ) BDRIS সিস্টেম এর Request এর পরিপ্রেক্ষিতে এনআইডি সিস্টেম থেকে ইউনিক আইডি প্রদানের সময় উক্ত ব্যক্তি/শিশুর জন্মের তথ্য BDRIS সিস্টেম থেকে synchronization এর মাধ্যমে এনআইডি সিস্টেমে সংরক্ষণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ৫.৭। বাংলা ও ইংরেজি - উভয় ভাষায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন সনদ প্রদান নিশ্চিত করতে এবং ইতোমধ্যে যে সকল ক্ষেত্রে একটি ভাষায় শুদ্ধ সনদ প্রদান করা হয়েছে সে সকল ক্ষেত্রে অপর ভাষায় সনদ প্রাপ্তি সহজলভ্য করতে রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় একটি অফিস আদেশ জারির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত:৫.৮। স্বাস্থ্যের সাথে Health CR Link স্থাপনের নিমিত্ত আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয়ের মধ্যে সম্পাদিত সমঝোতা স্মারকটি চূড়ান্তকরণের বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং রেজিস্ট্রার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ৫.৯। সিআরভিএস সংক্রান্ত বাস্তাবায়ন কমিটির সভাটি দুই মাসের ব্যবধানে আয়োজনের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিআরভিএস অধিশাখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

সিদ্ধান্ত: ৫.১০। UNESCAP-এর লক্ষ্য এবং টার্গেটসমূহের অর্জন নিয়মিত মনিটরিং করার নিমিত্ত নির্ধারিত ছকে প্রতি দুইমাস অন্তর প্রয়োজনীয় তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

০৬। পরিশেষে আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্ত করেন।

মোঃ সামসুল আরেফিন
সচিব, সমন্বয় ও সংস্কার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ